ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৬৪০
আগরতলা, ২০, জানুয়ারি, ২০২৪

পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা

পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা গতকাল সমিতির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানগণ ও পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শান্তনু দত্ত সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভাপতিত্ব করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল। সভায় ব্লকের বিডিও শান্তনু দত্ত জানান, বর্তমানে ব্লকের দলুরা, বৃদ্ধনগর, রাধাকিশোর নগর, পশ্চিম চাম্পামুড়া, পশ্চিম নোয়াগাঁও, মেঘলিপাড়া ও তুলাকোনা গ্রামপঞ্চায়েতে ৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কার ও ৩টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। এই কর্মসূচিগুলি বাস্তাবায়নে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের পঞ্চদশ অর্থকমিশন থেকে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এখন পর্যন্ত ২৯১টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ৯টি পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। এরমধ্যে চতুর্দশ দেবতা বাড়ির প্রাঙ্গনের উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। এতে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৩৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। ৮টি পঞ্চায়েতে যাত্রী শেড নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়া এই প্রকল্পে ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে খেলার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে এই কর্মসূচিতে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৯২০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস প্লাস যোজনায় এবছর ব্লকের ১৮১৮টি পরিবারকে পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯৪০টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এমজিএন রেগায় ব্লকের বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ১০৩টি শ্রমদিবসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনে এবছর ব্লকের ২৮৩টি পরিবারকে পাকা শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৭৪টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট শৌচালয়গুলির নির্মাণ কাজ চলছে।

সভায় পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পুরাতন আগরতলা ব্লকে চলতি বছরে ১২.৯২৬ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৯.৭০১ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ৩.২২৫ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থ বছরে জল জীবন মিশনে এই ব্লকের ১৩১৬টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পরিশ্রুত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৬টি নতুন গভীর নলকূপ খনন এবং ২৩টি নতুন স্মলবোর খনন ও চালু করা হয়েছে। সভায় বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারী আধিকারিকদের সাথে পর্যালোচনা করেন। সেই সাথে এবছরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেন। বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদেরও তিনি এবিষয়ে সচেতন থেকে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কাজগুলি দ্রুত শেষ করার পরামর্শ দেন। সভায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎনিগম কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি দপ্তরের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

*****